পাইয়োনীয়ার পিকচার্স-এর
নিবেদন

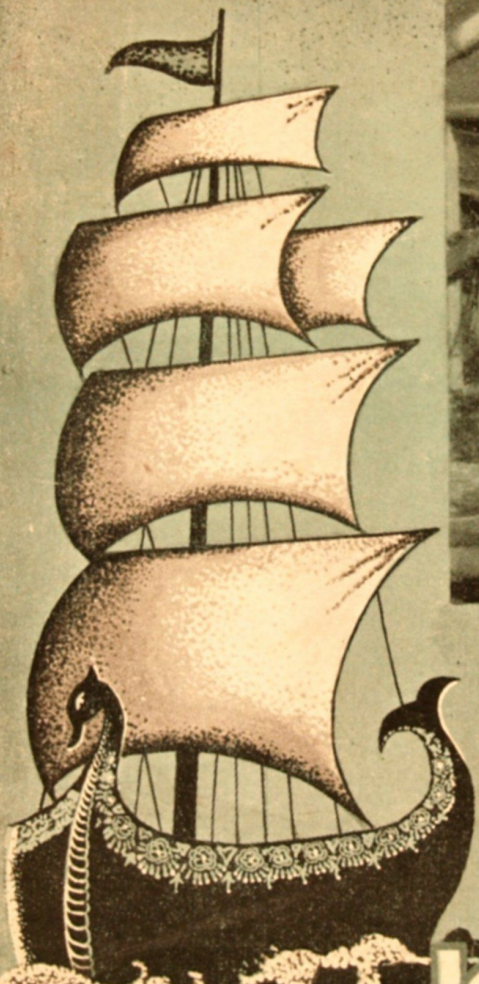

বঙ্কিমচন্দ্রের
মূলকাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

চন্দ্রশেখর

জাতীয় সাহিত্যের জনক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস
অবলম্বনে বাণী-চিত্রাকারে রূপায়িত

প্রযোজনায়ঃ **নেপাল দত্ত ও মৃণাল দত্ত**

চলচ্চিত্রায়ণেঃ **অজয় কর**
দেওজীভাই ও বিদ্যাপতি ঘোষ
শব্দানুলেখনেঃ গৌর দাস ; গীত রচনায়ঃ সুবোধ পুরকায়স্থ
শিল্প-নির্দেশনায়ঃ বীরেন নাগ
সম্পাদনায়ঃ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত দাস
চিত্র-পরিস্ফুটনেঃ
বেঙ্গল ফিল্ম লেঃ লিমিটেড ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও

রূপায়ণেঃ—
অশোককুমার, কানন দেবী, ভারতী দেবী, ছবি বিশ্বাস,
অমর মল্লিক, হান্স গ্লাস, নীতিশ, মণি ঘোষ, গোকুল মুখোপাধ্যায়, আজুরী, গীতশ্রী, কৃষ্ণধন, রাজলক্ষ্মী (বড়), ম্যালকম্, অণু দাস এবং কুমারী অশোকা

পরিচালনায়ঃ
দেবকী বসু

সঙ্গীতেঃ
কমল দাশগুপ্ত

সহকারীগণঃ
পরিচালনায়ঃ বিজলীবরণ সেন, অমিত মৈত্র, প্রবোধ বসু, কমল মৈত্র, বৈদ্যনাথ মজুমদার, কুমার ঘোষ, কণকবরণ সেন এবং সতীশ নিগম
চলচ্চিত্রায়ণেঃ বিশু চক্রবর্তী এবং তৎসহ বিমল মুখোপাধ্যায়
সুর-সংযোজনায়ঃ নিতাই ঘটক ; শব্দানুলেখনেঃ সিদ্ধি নাগ
ব্যবস্থাপনায়ঃ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীর চ্যাটার্জী

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে গৃহীত

বাঙলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশকঃ
ডি লুক্স্ ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স

কাহিনী

বেদগ্রামে তখন নিশীথ রাত্রি, কোথাও কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। প্রায়ান্ধকার কুটিরে একটি ডাক শুধু ঘুরিয়া ফিরিতেছে—'শৈবলিনী, শৈবলিনী, শৈবলিনী'! উত্তর দিবার কেহ নাই। গৃহস্বামী শূন্যগৃহে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রদীপ উল্টাইয়া পড়িয়াছে নিজের 'জীবনাপেক্ষা প্রিয় শাস্ত্র-গ্রন্থের উপর'। ভৃত্য তাড়াতাড়ি সামলাইতে হাত বাড়াইল—আগুন ধরিয়া যাইবে। পণ্ডিত বাধা দিলেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'থাক্'। ভৃত্য পুনরায় বলিল, 'আগুন ধরে যাবে।'
'যাক্।'—পণ্ডিত নীরব হইলেন।

লরেন্স ফষ্টরের হস্তে ধৃতা চন্দ্রশেখর-পত্নী শৈবলিনী কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিল, 'যদি আজ প্রতাপ শুনিত তাহার এই অবস্থার কথা।' 'প্রতাপ' নামটি মনে পড়িবা-মাত্র যাহা সে অনুভব করিল তাহা কি সুতীব্র বেদনা না অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, ইহাকে সে কি আখ্যা দিবে?

চন্দ্রশেখর

'প্রতাপ' — তাহার বাল্যের সখা, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের রাজকুমার। প্রতাপকে না-পাইয়া যেদিন সে ডুব দিয়াছিল, সেদিনকার কথাও মনে পড়িল। কেন সেদিন ভাগ্য তাহাকে বাঁচাইল ?—কেন...কেন...কেন ?

কিন্তু বন্দী তাহাকে বেশীক্ষণ থাকিতে হইল না। মুক্ত হইবা-মাত্র স্বামী চন্দ্রশেখরের কথা মনে পড়িল। এখনও কি তাহার স্বামী শাস্ত্র-গ্রন্থে ডুবিয়া আছেন ?

শৈবলিনীকে মুক্ত করিবার পর প্রতাপ মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইল না। রামচরণকে শৈবলিনীর ভার দিয়া এবং তাহার নাম জানাইতে বারণ করিয়া প্রতাপ পুনরায় ছুটিল। তাহার অন্নদাতা নবাব মীরকাশিম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

নবাব মীরকাশিমের প্রাসাদে তখন নাটকের আর একটি অঙ্ক অভিনীত হতেছে।

কোন দলনী নবাবকে যুদ্ধে যাইতে দিবে না, পণ্ডিত চন্দ্রশেখরের গণনায় ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধ করিলে নবাবের হার সুনিশ্চিত। কিন্তু কুটিল সেনানায়ক গুরগঁনের চক্রান্তে দলনীর প্রাসাদে প্রবেশের পথ আজ রুদ্ধ।

আশ্রয়হারা দলনীকে রক্ষা করিল চন্দ্রশেখর।

গুরগঁন কর্ত্তৃক প্রেরিত পাল্কীতে আরোহণ করিতে যাইবার মুহূর্ত্তে চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাহাকে রক্ষা করিল প্রতাপ।

দলনীকে রক্ষা করিলেও, প্রতাপ কিন্তু নিজেকে

রক্ষা করিতে পারিল না, গভীর জঙ্গলে তাহাকে আটক করিয়া ব্রিটিশ গভর্নর ফাঁসীর হুকুম দিল। নবাব-দরবারে সে সংবাদ বহন করিয়া আনিল কে ? এবার তাহার মুক্তিদাতা রূপে দেখা দিল শৈবলিনী। প্রতাপ বলিল, 'পলাইব, কিন্তু একটি সর্ত্তে—তুমি পরস্ত্রী শৈবলিনী, আমাকে ভুলিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা কর।' হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, শৈবলিনী শপথ করিল।

বনের অপর প্রান্তে তখন নবাব মীরকাশিম বিদেশী বণিকদের শেষবারের মত বলিয়াছেন, 'এ-দেশ তোমাদের ছাড়িতে হইবে—না-হইলে......'

জবাব আসিয়াছে কামানের মুখে। পরাধীন ভারতের শত্রু-নিপাতের সেই প্রথম অভিযান। চারিদিকে মৃতদেহ, কামানের গোলা আর অশ্বক্ষুরধ্বনি। চন্দ্রশেখরের ভবিষ্যৎ-গণনাই বুঝি সত্য হয়!—নবাবের সেনানায়ক প্রতাপ কোথায় ?—অশ্বপৃষ্ঠে মরণাহত সেনানায়ক তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলের প্রার্থনা জানাইতেছে—ও কে ?—দুরে মরীচিকার মত ও কাহার ছায়া মিলাইয়া যায় ?—কে জানে!

গান

—এক—

ভাটির টানে—
কেউ ভাটির টানে যায় সুখে,
কেউ যায় দুখে উজানে।
ও ভাই রইবে না। কেউ,
চল্‌ছে সবাই;
হারিয়ে যাবার পানে ভাই—
হারিয়ে যাবার পানে।

ও সে ডাগর চোখে কি যে জানায়
দাঁড়িয়ে নদীর কুলে গো—
দাঁড়িয়ে নদীর কুলে!
আমার কলসী ভাসিয়া যে যায়
ওই রূপে রই ভুলে গো—
ওই রূপে রই ভুলে!
আমার সোনার বঁধুর ছোঁওয়া যেন
পাই গো সোনার ধানে।
ভাটির টানে—
কেউ ভাটির টানে যায় সুখে,
কেউ যায় দুখে উজানে!
আমার বাঁশী তারেই ডাকে আজো—
যে আছে আড়ালে গো—যে আছে আড়ালে!
আমি জাল ফেলি আর টেনে তুলি
ঢেউয়ের তালে তালে গো—
ঢেউয়ের তালে তালে!
আমার পরাণ-বঁধু সব দিল তার
প্রথম-দেখার কালে গো—
প্রথম-দেখার কালে!

* * *

হায় বুঢ়াসা বালম্
অ্যাওর ছোটা দেবরিয়া—
হাঁ ছোটা দেবরিয়ারে!
হুমারী জওয়ানীপে
সুও সুও নজরিয়া—
হাঁ সুও সুও নজরিয়ারে!
ঘ্যায়েল ব্যনাউঁ ইসারেসে—
ইসে ঘ্যায়েল ব্যনাউঁ ইসারেসে!

* * *

ভাটির টানে—
কেউ ভাটির টানে যায় সুখে,
কেউ যায় দুখে উজানে।

মাঝিদের সারি-গান)

—দুই—

প্রতাপ ও শৈবলিনী—
অনাদিকালের স্রোতে ভাসা,
মোরা দুটি প্রাণ,
নয়নে নয়নে জানিগো!
শৈ—আমি যেন কোন বাণীহারা সুর অসীমের
প্র— আমি সুরহারা বাণীগো—
প্রতাপ ও শৈবলিনী—
নয়নে নয়নে জানিগো!
প্র— বিহগ-কণ্ঠে খুঁজিনু তোমারে কত-না
শৈ—কুসুম-গন্ধে ভাসায়েছি মোর বেদনা—
প্র— ধরা দিনু আজি!
শৈ—ধরা দিয়েছ বন্ধু জানি তা জানি ত
তবু কেন ভয় মানিগো!
প্রতাপ ও শৈবলিনী—
নয়নে নয়নে জানিগো—
প্র— আমি যে পান্থ তোমার মিলন পিয়াসী
শৈ—জীবনে এলে কি আমার স্বপন-নিবাসী
প্র— তুমি চিনিলে কি মোরে?
শৈ—আমি চিনিনু—দেখেছি যেমনি,
সঁপিনু পরাণখানিগো—
প্রতাপ ও শৈবলিনী—
নয়নে নয়নে জানিগো।
(প্রতাপ ও শৈবলিনী)

—তিন—

শৈ—
ভাসিয়ে দিলেম মালা, তবে প্রিয় যাই চলে—
তুমি যদি আসিবে না, এ মালা নেবে না গলে।
এমনি কি দিক্‌বালা—গাঁথেগো তারার মালা,
প্রিয়-পথ চেয়ে শেষে ভাসায় আঁধার জলে?
তুমি কি স্বপন-সম আসিলে বাহিয়া তরী,
পথ-চাওয়া হিয়া মোর সুধায় উঠিল ভরি!
এলে যদি চাহি মোরে, কেন তবে যাও সরে?
প্র—
তোমারে সুরভি-সম দূর হতে পাবো বলে।
শৈবলিনী ও প্রতাপ—
প্রেমের দোলনাখানি, এমনি যে দোলে জানি—
দূরে যাওয়া সে শুধু কাছে আসিবার ছলে
(প্রতাপ ও শৈবলিনী)

—চার—

তুমি কি জানরে বন্ধু কাঁন্দাও যে আমায়,
আমার মনের বনে বাউরী বাতাস
কাঁন্দিয়া লুটায় বন্ধু কাঁন্দিয়া লুটায়!
যখন তাকাই দূরের গাঁয়ের পানে,
কার জল-ভরা চোখ আমায় টানে—
আমি ভেসে যেন চলেছি হায়
কোন্ অচেনার নায় গো, কোন্ অচেনার নায়—
মনের বনে বাউরী বাতাস কাঁন্দিয়া লুটায় বন্ধু
কাঁন্দিয়া লুটায়!
তুমি কি জানরে বন্ধু কাঁন্দাও যে আমায় বন্ধু
কাঁন্দাও যে আমায়!
কি দোষে ছাড়িলে বন্ধু, দিলে বিষম জ্বালা গো
দিলে বিষম জ্বালা—
হায় বিফলে শুকায়গো আমার
হিজল ফুলের মালা!
বন্ধু, বিনি সুতার মালাখানি
কেন গলায় দিলে নাহি জানি—
মালা ছিঁড়ে না যে, বুকে বাজে,
করি কি উপায়—
তুমি কি জানরে বন্ধু!

(কৃষকের গান)

—পাঁচ—

এ ভরা বাদলে হিয়া দোলেরে
কে চলে বন-তলে—
নিশীথে কে অভিসারে চলে,
রুনঝুন্ বাজে তার পায়ে—
বাজে নূপুর কানন-ছায়ে!
ঐ দোলে বুকে তার দোলে,
ঐ নীপমালাখানি দোলে,
বুঝি তার প্রিয়তম নেবে বলে!
এলো কি আজ দেয়ালী
বরণের দীপ জ্বালি—
আজ স্মরণ-প্রদীপ মম
রহিয়া রহিয়া কেন জ্বলে—
বুঝি মোর প্রিয়তম এলো ব'লে!
দেয়ালী-দীপ জ্বলেরে—হিয়া দোলেরে!
ঐ মধু-ঋতু এলো বনে—
শুনি কুহু কুহু ক্ষণে ক্ষণে,
মোর কণ্ঠ-বীণার তারে তারে
নব-ঝঙ্কার জাগে পলে পলে—
বুঝি মোর প্রিয়তম এলো ব'লে!
ফাগুন হিল্লোলে হিয়া দোলেরে।
রমজানের দিন-শেষে
এলো কি মোর চাঁদ হেসে
তাই পথ-চাওয়া প্রেম মম
হাসে মধু-হাসি আঁখিজলে।
বুঝি মোর প্রিয়তম এলো ব'লে
ঈদের চাঁদ হেরি নভোতলেরে!
হিয়া দোলেরে!
(দলনী)

—শেষ—

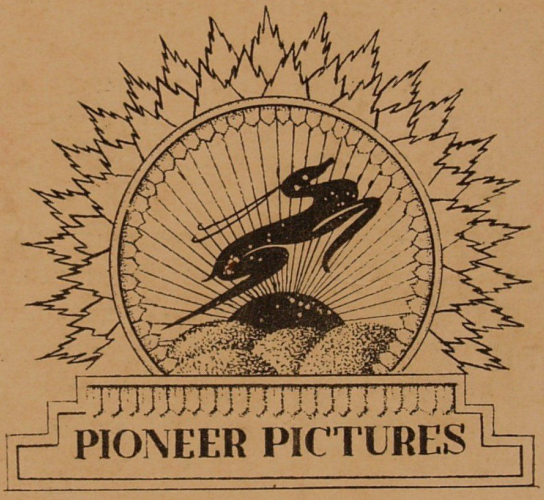

Edited and published by SUDHIRENDRA SANYAL, Controller of Publicity, Pioneer Pictures, Grosvenor House, Calcutta and printed by Bhupal C. Dutt at ART PRESS, 20, British Indian Street, CALCUTTA.

Price two annas only.